ঝিনাইদহ পলিটেকনিক শিক্ষার্থী বন্যা’র মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দর ব্যানারে তার মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবিতে ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর সঠিক বিচার ও তার স্বামী শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের পদমদি গ্রামের সোহান আলীর বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা গ্রহন না করলে তা আদালতের মাধ্যমে বিচারের দাবিতে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীরা এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সেসময় বক্তব্য রাখেন, নিহতের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মাতা শারমিন খাতুন, ভাই রিপন হোসেন ও সহপাঠী শিক্ষার্থী মীম খাতুন, তৌফিক আহমেদ, শাহেদ আলীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুন গত রোববার ১৫ জুন সকালে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের কানাপুকুরিয়া নামক স্থানে রহস্যজনকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে।

দামুড়হুদায় স্কুল শিক্ষিকাকে

অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা, দুই সন্তানের জননী, পরকীয়ার জেরে ভাসুরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজন শিক্ষিকার এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর উদ্যোগে স্কুলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইউএনও, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং দামুড়হুদা মডেল থানার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০টার দিকে কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে জালালের সঙ্গে দীর্ঘ ২৩ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা ঈদগা পাড়ার রবিউলের মেয়ে সানজিদা খাতুন পলির বিয়ে হয়। ২০০৫ সালে জালালের পিতা শুকুর আলী ছেলে ও পুত্রবধূর সুখের কথা চিন্তা করে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ বিঘা জমি দান করেন। এই জমির বদৌলতে বউমা সানজিদা খাতুন পলির চাকরি হয়।

দীর্ঘ আট বছর ওই স্কুলের কোনো শিক্ষকের বেতন হতো না। পরে ২০১৩ সালে কোষাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন চালু হয়। এরপর থেকে প্রতিমাসে বেতন তুলে সংসার ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন দম্পতি। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় দুটি ছেলে সন্তান বড় ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ছেলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

তাদের রেখে ২০২৪ সালের শুরু থেকে সানজিদা খাতুন পলি, জুরানপুর গ্রামের আত্তাব মল্লিকের ছেলে, তিন সন্তানের জনক হাসিবুরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ২১/০২/২৫ তারিখে সানজিদা খাতুন পলি স্বাক্ষরিত তালাকনামা গোপন রেখে জালালের সঙ্গে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে ০২/০৫/২৫ তারিখে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান হাসিবুরের সঙ্গে।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের দাবি তাঁকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হবে। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেন এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত না

হন, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চান তারা।

এ বিষয়ে জালাল উদ্দিন বলেন, “আমার বাবার নিজের জমি দিয়ে আমার স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছিলাম। আর সে এখন আমার ঘর থেকে টাকা ও আমার মায়ের গয়না নিয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কোষাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সানজিদা খাতুন পলির মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, “এই ধরনের ঘটনা শোনার পর স্কুলে আসতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। এলাকার মানুষ নানা ধরনের কথা বলছে। স্কুলের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।”

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান বলেন, “বর্তমানে আমাদের স্কুল ছুটিতে রয়েছে। এই অবস্থায় কে কোথায় যাচ্ছে, তা আমাদের জানা নেই। তবে ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র বলেন, “ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘প্লাস্টিক দুষন আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

পরিবেশ দুষণ বন্ধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের দাবীতে রোববার সকালে শহরের

পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে সনাক ও টিআইবি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে পরিবেশবিদ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় বক্তব্য রাখেন সনাক ও টিআইবির ঝিনাইদহের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, সদস্য এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, সনাক সদস্য নাসরিন ইসলাম, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন। কর্মসূচীতে ধারনাপত্র পাঠ করেন ইয়েস সদস্য মাহজারুল ইসলাম। পরিচালনা করেন সনাকের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর হুমায়ন কবির।

সেসময় বক্তারা, প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো, বিকল্প পরিবেশবান্ধব পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের কারণে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এখনই সময় পরিবেশ রক্ষায় একযোগে কাজ করার।

চুয়াডাঙ্গা আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটকে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আব্দুল গাফফার আকাশ হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ট্রেন আটক করে মানববন্ধন করা হয়েছে।

উথলী ইউনিয়নবাসী ও শোকার্ত পরিবারের ব্যানারে রোববার সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উথলী রেলস্টেশনে ২ ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয়।

এসময় খুলনা হতে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন সকাল ৯টা ২০ মিনিটের সময় উথলী রেলস্টেশনে পৌঁছালে মানববন্ধনের কারণে ট্রেনটি আটকা পড়ে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ট্রেনটি গন্তব্যের

উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

এলাকাবাসী জানায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সেনেরহুদা গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় লোকজন মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আকাশ হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় তারা। দাবি পূরণ না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মানববন্ধন থেকে। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ ট্রেন থামিয়ে ট্রেনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মহিউদ্দিন, নিহত আকাশের বাবা জিন্নাত আলী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তারা বলেন, আকাশকে পরিকল্পিতভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।

উল্লেখ, গত ২১ মে কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর আখ সেন্টারের নিকট রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল গাফফার আলী আকাশ (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ। এলাকাবাসীর ধারণা ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

আকাশ জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের জিন্নাত আলীর একমাত্র ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। পরদিন চুয়াডাঙ্গার সকল আঞ্চলিক পত্রিকাসহ কিছু জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়।

এদিকে আকাশের মৃত্যুর কয়েকদিন পর মৃত্যুর ঘটনার নতুন মোড় নেয়। পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য। পরিবারের দাবি, একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজশাহী থেকে খুলনাগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিইসহ রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা আকাশকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে বলে নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী দাবি করেছেন।

এ ঘটনায় নিহত আকাশের পিতা জিন্নাত আলী বাদি হয়ে গত ২১ মে ওই

ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা ২ জন রেলওয়ে পুলিশ, ১ জন টিটিই এবং ২ জন এটেনডেন্টকে আসামি করে চুয়াডাঙ্গা আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

আসামিরা হলেন- ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই লালন চক্রবর্তী (৪২), রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক পারভেজ (৩৬), কনস্টেবল কাদের (৪০), এটেনডেন্ট মিলন (৩৭) ও সোহাগ মিয়া (৩৬)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গাফফার আলী আকাশ অফিস শেষে প্রতিদিনের মতো কপোতাক্ষ ট্রেনযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। ঘটনার দিন কপোতাক্ষ ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে দায়িত্বে থাকা টিটিই, রেলওয়ে পুলিশ ও এটেনডেন্টরা টিকিট না কেটে উঠা যাত্রীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করছিলেন এবং তাদের কাছে অবৈধভাবে অনেক টাকা দাবি করছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় রেলওয়ে পুলিশসহ অন্যরা আকাশকে টেনে-হেঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে যায় এবং জয়রামপুর রেল স্টেশনের নিকট দরজা থেকে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এ মামলায় ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রী স্বাক্ষীও প্রদান করেছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কপোতাক্ষ ট্রেনের একই বগিতে থাকা একাধিক যাত্রীর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে আকাশ হত্যার সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবার। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষদর্শী এক যাত্রীর সাথে কথোপকথনের কল রেকর্ড হাতে পাওয়া গেছে। রেকর্ডে রাজশাহী থেকে ওঠা ওই ট্রেনের এক যাত্রী বলেছেন, আমরা ওই ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে ৭১ নম্বর সিটে বসে ছিলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পাই লাল গেঞ্জি পরিহিত একটা ছেলেকে (আকাশ) বগিতে দায়িত্ব থাকা কয়েকজন লোক টেনে হেঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছে নিয়ে যাওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার মাথা নিচের দিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেখানে দুইজন পুলিশ উপস্থিত ছিল। তাদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে।

কল রেকর্ডে আরও শোনা যায়, তারা দর্শনা হল্ট স্টেশনে নামার পর ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা কাদের নামের এক পুলিশের কাছে জানতে চায়, ছেলেটার অপরাধ কি ছিল? পুলিশ কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আকাশ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলে। তার অকাল মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

করেছেন এলাকাবাসী।

বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিব (সজিব)–এর অপসারণ ও বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কলেজের প্রবেশদ্বারের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য গালিবকে গভর্নিং বডির সভাপতি করা অনৈতিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট। তারা দাবি করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা উচিত।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, “একজন রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আসা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক পুনর্বাসন।”

এই কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।

বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “অবিলম্বে গালিবকে অপসারণ না করা হলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল্লাহ আল গালিবের বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গায় সার ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষকদের উদ্যোগে বিতর্কিত সার ডিলার আকবর আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর এবং উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক কৃষক অভিযোগ করেন, বিসিআইসির সার ডিলার আকবর আলী দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত সার সরবরাহে অনিয়ম, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি এবং প্রকৃত কৃষকদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের মাঝে সার বিতরণসহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে কৃষকরা তাদের মৌসুমি চাষাবাদে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষক মো. সোহাগ হোসেন (৬০) জানান, “সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকার টিএসপি সার আমাদের ১৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও সব ধরনের সার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় সারের যোগানই থাকে না। এতে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ফসল উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটছে।”

বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষক আরিফ (৩২) বলেন, “ডিলার আকবর আলীর অবস্থান থাকার কথা বেগমপুরে, কিন্তু তিনি অবস্থান করেন হিজলগাড়ি ইউনিয়নে। এতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং সার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।” এছাড়াও অনেকেই বলেন, “আমরা বছরের পর বছর খেটে জমিতে ফসল ফলাই। অথচ সময়মতো সার না পেলে সেই ফসল উৎপাদনই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।”

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরকারের কাছে আকবর আলীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। তারা জানান, “আমরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখি। তবে যদি যথাযথ

ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবো।”

মেহেরপুরে বিভিন্ন দাবিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঔষধ বিক্রির উপর কমিশন বাড়ানো, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দ্রুত ফেরত নেওয়া ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসিতে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ এবং সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মানববন্ধনে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, মতিউর রহমান, আমিনুল ইসলাম সেন্টু, বাবর আলী, কাজী খয়রুদ্দিন আহমেদ, আসিফ আল মোনায়েম, জালাল উদ্দিন, মোঃ সেলিম খানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন “ফার্মেসিগুলো ন্যায্য কমিশন পাচ্ছে না, অথচ খরচ ও ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তাই কমিশন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের কারণে সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতির শিকার হয়, তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েন। তাই দ্রুত ফেরত ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আমঝুপিতে সরকারি বই বিক্রির প্রতিবাদ ও মউকের নির্বাহীকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির বেসরকারি সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর বিরুদ্ধে সরকারি বই বিক্রির অভিযোগ ও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আমঝুপির ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (২০ই মে) সকালে আমঝুপি বাজারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সদর উপজেলার শিক্ষক কমিটির সভাপতি ফয়জুল কবির, আমঝুপি আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহমেদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আঃ রাজ্জাক, ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি ফজলে রাব্বী, অভিভাবক এর পক্ষে তারিখ, আশিক, নাহিদ , নাছিমসহ স্থানীয় শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তৃণমূল মডেল একাডেমী ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের নতুন বই নিয়মবহির্ভূত ভাবে বিক্রয়, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) শিক্ষা প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যে বিচার করে তার কোন অধিকার তাদের নেই। বিচারের নামে তারা অর্থ আত্মসাৎ করে। তার কোন আইনি বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তারা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধানকে অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবি জানান, তা না হলে আগামীতে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নানা অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে দীর্ঘদিনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদ ও তত্ত্বাবধায়কের অপসারণের দাবীতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা।

আজ সকাল ১১টার দিকে হাসপাতাল চত্ত্বরে এলাকাবাসী ও সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ, সাহেদ মাহমুদ, ক্রীড়াবিদ এ এস লিটন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মানববন্ধনে বক্তারা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের অপসারণ, ২৫০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগের দাবি জানান। এছাড়া দালাল চক্র নির্মূল ও রোগীদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও মানবিক চিকিৎসা পরিবেশ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, “এটা আমাদের জেলা সদর হাসপাতাল, অথচ এখানে চিকিৎসা পাওয়া যেন ভাগ্যের ব্যাপার। তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব পালনের বদলে নিজের সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।হাসপাতালে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং বহিরাগত দালালদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

মানববন্ধনে শতাধিক মানুষ অংশ নেয়, যাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা, নাগরিক সমাজের সদস্য, রোগীর স্বজন ও মানবাধিকারকর্মীরা।

তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি আদায় না হলে পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদানসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দর্শনায় স্কুলছাত্র হত্যায় আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণির স্কুলছাত্র রিয়াদ হোসেন (১৩) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৪ মে) দুপুর ১২টায় আসামিদের বাড়ির সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নিহত রিয়াদের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মদনা-পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. শফিউল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মো. নাহারুল মাস্টার, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. একরামুল হোসেন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা অবিলম্বে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (১২ মে) দুপুরে ছয়ঘরি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে বাইতুল্লার ছেলে মো. হযরত আলী তার সঙ্গে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে জিয়াউর রহমান কাজীর ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রিয়াদ হোসেনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার (১৩ মে) নিহত রিয়াদের পিতা দর্শনা থানায় ৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর জানান,

ইতোমধ্যে দুইজন আসামিকে আটক করা হয়েছে এবং বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।